তথ্যববিরণী নম্বর : ২৯৫০

**ইসলামাবাদে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন**

ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট :

 ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন আজ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মর্যাদার সাথে পালন করেছে।

 এ উপলক্ষে হাইকমিশনের চান্সারী ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইসলামাবাদে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বাংলাদেশ হাইকমিশনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

 আলোচনা পর্বে হাইকমিশনার তারিক আহসান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন জাতির পিতার একজন সহযোদ্ধা ও বিশ্বস্ত সহচর। তিনি একদিকে শক্ত হাতে যেমন সংসার সামলিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে আন্দোলন-সংগ্রামে জাতির পিতাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। বাঙালির অধিকার আদায়ের সুদীর্ঘ সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে তাঁর প্রজ্ঞা আর পরামর্শ বঙ্গবন্ধুর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করেছে। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করতেন। তার বাড়িতে কোনো বিলাসী আসবাবপত্র ছিলো না, ছিলো না কোনো অহংকারবোধ। বরঞ্চ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজেও বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়ান তিনি। অনেক বীরাঙ্গনাকে সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন জীবনে পুনর্বাসনে সাহায্য করেন। তিনি উল্লেখ করেন, জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পাশে থাকার পর, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে বঙ্গবন্ধু আর ছেলেমেয়েদের সাথে স্বাধীনতা বিরোধী, কু-চক্রী হায়নাদের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

 একজন গৃহীনি হয়েও কিভাবে দক্ষ সংগঠক হিসেবে জাতীয় জীবনে অনবদ্য অবদান রাখা যায় বঙ্গমাতা তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর আদর্শ যুগে যুগে শুধু বাঙালি নারীদের জন্য নয় সকল বাঙালির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

 এরপর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে একটি কবিতা আবৃত্তি করা হয়।

 পরিশেষে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবনীভিত্তিক একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

নাজমুল হুদা/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৯৪৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৬১১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৫৫ হাজার ১১৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৩৬৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ৭৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬০৪ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৮

**বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী বঙ্গমাতার অবদান বাঙালির সব সংগ্রামে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন, সেরা পরামর্শ দিয়েছেন এবং বাঙালির সকল সংগ্রাম ও সফলতায় তার অবদান মিশে আছে।’

 আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতির পিতার সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কৃষক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। কৃষক লীগের সভাপতি সমীর চন্দের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী।

 বক্তব্যের শুরুতেই জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গমাতাকে এবং একইসাথে শোকের মাস আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে ড. হাছান বলেন, আজ এমন এক মহিয়সী নারীর জন্মদিন, যিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী নন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জননী নন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে নিরবে-নিভৃতে প্রচারবিমুখ হয়ে যিনি অবদান রেখেছেন, জাতিকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে স্বাধীনতা অর্জনে তার ভূমিকা  কোনোদিন জনসম্মুখে প্রকাশ করেননি, তাঁরই জন্মদিন আজ।

 বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে, দুর্যোগে অনেক নেতা অনেক সময় ভোল পাল্টেছে, পিছু হটেছে, ক্ষমতাসীনদের সাথে হাত মিলিয়েছে, ঠিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, আর সেই সময় শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সবচেয়ে ভালো পরামর্শ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পাশে হাজির হয়েছেন, বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। বাঙালি ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস যেমন একে অপরের কথা ছাড়া লেখা যায় না, তেমনি বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা লিখতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবেই এসে যায়, উল্লেখ করেন তিনি।

 ‘বঙ্গমাতার মতো একজন অসমসাহসী, ধৈর্যশীল, সৎ পরামর্শদাতা স্ত্রী পাশে থাকার কারণেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে, বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতির জন্য লড়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে আমার ধারণা’ বলেন ড. হাছান। তিনি আরো বলেন, ‘জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একনাগাড়ে সংসারধর্ম পালন করা হয়ে ওঠেনি। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকার সময়গুলোতে বঙ্গমাতাই পরম যত্ন ও বিচক্ষণতায় সংসার ও দল উভয়ই আগলে রেখেছেন।’

 বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নপূরণ করে যেতে পারেননি, কিন্তু তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যার ধমনী শিরায় শেখ মুজিবের রক্ত প্রবাহিত, যার কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠের  প্রতিধ্বনি, তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে উল্লেখ করে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ জানান, গত ১১ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। এবং নানা বিশেষজ্ঞের শঙ্কা-আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করে করোনা মোকাবিলায় গত পাঁচ মাসে একজন মানুষও অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি, করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহারও বিশ্বে অন্যতম সর্বনিম্ন।

 বিএনপি নেতাদের মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে ঘরে বসে টিভি আর অনলাইনে উঁকি দিয়ে সমালোচনা বাদ দিয়ে আর 'ভুল ধরা পার্টি'র লোকের মতো টক শো'তে টিভির পর্দা ফাটিয়ে ফেলা পরিহার করে সবার সাথে দেশ গড়ায় অংশ নিতে আহ্বান জানান ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 সভা শেষে বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্য, দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় সকলে প্রার্থনায় যোগ দেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৭

**শ্রীলংকায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী পালিত**

কলম্বো (শ্রীলংকা), ৮ আগস্ট :

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং আনন্দঘন পরিবেশে শ্রীলংকায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে আজ শনিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০ তম এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের প্রতীক’।

অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার হযরত আলী খান এবং প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কমোডর সৈয়দ মাকসুমুল হাকীম। এরপর ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু তথা মুক্তিসংগ্রামীদেরকে বঙ্গমাতা ও শেখ কামাল যেভাবে উদ্দীপনা যুগিয়েছিলেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। বক্তারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়াঙ্গনে শেখ কামালের অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেন এবং বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শেখ কামাল যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দি জীবনের সাথে অভ্যস্ত বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব যে সীমাহীন ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত সামগ্রিক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেছেন-তা বাঙালি নারীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে সবাই অভিমত ব্যক্ত করেন।

করোনা ভাইরাস এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য নির্দেশাবলি মেনে সীমিত কলেবরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ এবং বেশকিছু শ্রীলংকান-সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক
শিশু-কিশোর উপস্থিত ছিলেন। জন্মবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাইকমিশনকে বিশেষ রূপে সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত শিশু-কিশোররা কবিতা পাঠের আসরে অংশগ্রহণ করে। শেষ পর্যায়ে শেখ কামাল ও বঙ্গমাতার জন্মদিনের কেক কাটা হয়।

#

কলম্বো হাইকমিশন/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৬

**যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় সমন্বয় কমিটি গৃহীত কর্মসূচি ও নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসব কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

 কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১৫ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোতে পতাকা বিধি অনুসরণ করে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, বাদ জোহর মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কারখানার মসজিদগুলোতে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা, সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর ও সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং  শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা।

 এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোর প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত নিজস্ব কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসন গৃহীত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন।

 জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী কঠোরভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

#

মাসুম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৫

**কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলাম যুগোপযোগী ও প্রায়োগিক করতে হবে**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কৃষিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য যোগানো। দিন দিন জনসংখ্যা বাড়ছে, অথচ চাষযোগ্য জমি দ্রুত কমছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনিতেই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে রয়েছে। এর সাথে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে কোভিড-১৯। ফলে বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা বা ফুড চেইনকে চরম সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে।  এসব চ্যালেঞ্জ মোকাববিলায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরি করতে হবে। যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রায়োগিক কারিকুলামের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব।

মন্ত্রী আজ তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দক্ষ কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরিতে আধুনিক কারিকুলামের ভূমিকা শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করতে হলে কৃষিপণ্যের বিপণন ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কৃষিপণ্যের টেকসই বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রক্রিয়াজাত করে মূল্য সংযোজন করতে হবে। সেজন্য, উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাস ও কারিকুলাম যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, বাণিজ্যিক কৃষি কৌশল জ্ঞান সংবলিত সিলেবাস প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক অধ্যাপক সাত্তার মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সাবেক শিক্ষা সচিব এন আই খান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‌উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফুল হাসান, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বিভিন্ন শিল্প ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ার জন্য সিলেবাস, কারিকুলাম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক ও প্রায়োগিক করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। কৃষিকে টেকসই করার জন্য কৃষির গ্রাজুয়েটদের বাণিজ্যিকীকরণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কারিকুলামে মার্কেটিং, শিল্পোদ্যোগ, সাপ্লাই চেইন, যোগাযোগ ও নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা, কৃষি প্রক্রিয়াজাত, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান বিষয়ক কোর্স অর্ন্তভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

#

কামরুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৪

**চট্টগ্রাম নগরীকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে**

**নবনিযুক্ত প্রশাসকের প্রতি স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নব-নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সুজন।

 মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সুজন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর আজ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর মিন্টু রোডে অবস্থিত সরকারি বাসভবনে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সাক্ষাৎকালে নবনিযুক্ত প্রশাসক চট্টগ্রাম নগরীরে উন্নয়নে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এ সময় প্রশাসক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সুজনকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ ও সার্বিকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের উন্নয়নে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী ও দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, চট্টগ্রামকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে স্বপ্ন দেখেছেন তা বাস্তবায়ন করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে ।

 পরে নবনিযুক্ত প্রশাসক সাংবাদিকদেরকে বলেন, তিনি কোনো অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবেন না। নগরীর সকল সমস্যা নিরসন এবং নাগরিক সেবা বৃদ্ধি করে একটি আধুনিক-পরিচ্ছন্ন শহর উপহার দিতে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

 এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪৩

**স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

**বঙ্গবন্ধুর প্রেরণার উৎস বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে নীরবে নিভৃতে প্রেরণার সর্বোচ্চ উৎস হিসেবে কাজ করেছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। শেখ ফজিলাতুন নেছার মতো ধীরস্থির, বুদ্ধিদীপ্ত, মেধাবী, দূরদর্শী, সাহসী, বলিষ্ঠ, নির্লোভ ও নিষ্ঠাবান ইতিবাচক ভূমিকাজাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কিংবা জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মহাকাব্যের মহানায়ক হতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডিজিটাল প্লাটফর্মে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকেট, উদ্বোধনী খাম ও ডেটা কার্ড অবমুক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বঙ্গমাতাকে বাংলাদেশের আদর্শ মায়েদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আখ্যায়িত করে বলেন, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মনেপ্রাণে একজন আদর্শ বাঙালি নারী। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে জীবনে যে কোন পরিস্থিতি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন। অসংখ্য কঠিন প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তিনি একদিকে মা অন্যদিকে বাবা এই দুইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় গড়ে তুলেছেন, দলের জন্য কাজ করেছেন, নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

 ৭০ এর দশকের শুরুতে স্বাধীনতার প্রাক্কালে মন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে তাঁর দেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠিনী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চালচলনকে চিরায়ত বাংলার অতি সাধারণ একজন মানুষের সাথে তুলনা করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও নিজ বিভাগের শিক্ষকদের অনেকেই জানতেন না তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। তিনিও নিজের পরিচয় কখনো প্রকাশ করতেন না যে তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। এটাই ছিলো সন্তানদের প্রতি বঙ্গমাতার শিক্ষা। ১৪ বছর জেলে কাটানো বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সন্তানদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা অতুলনীয় ছিল।

 মা, কন্যা, বধূ- জায়া প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মহিয়সী নারীর ভূমিকা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, একাত্তরে তার সন্তানরা যুদ্ধে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তিনি অন্তরীণ এই কঠিন অবস্থা সামাল দেওয়া একজন নারীর পক্ষে কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জিং তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ় থেকেছেন। তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মা নন, তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতার প্রেরণাদাত্রী বলে মন্ত্রী তাঁকে আখ্যায়িত করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ নূর-উর-রহমানের সভাপতিত্বে এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এসএস ভদ্র এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহাদাত হোসেন, সেলিমা সুলতানা, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিউর রহমান, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন, ডাক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হারুন-অর-রশিদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর প্রকাশিত দশ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাক টিকেট, ডেটা কার্ড ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত করেন।

 পরে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪২

**বঙ্গবন্ধুর খুনিদের অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে পলাতক তিন জন খুনির অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য প্রবাসী-সহ সকল বাংলাদেশির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

###  আজ মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। এ সময় তিনি মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন।

 ড. মোমেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর পাঁচ জন পলাতক খুনির মধ্যে দুই জনের অবস্থান আমরা জানি; একজন যুক্তরাষ্ট্রে এবং একজন কানাডায় অবস্থান করছে। তাদের ফেরত আনার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবশিষ্ট তিন জন খুনির অবস্থান আমরা এখনও জানি না। তাদেরকে অনুসন্ধান করার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সকল বৈদেশিক মিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুনিদের বিষয়ে তথ্য দিয়ে সরকারকে সহায়তার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

 এ সময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিনী সেলিনা মোমেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৪১

**বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ আগস্ট বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশে ‘বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০২০’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। World Alliance for Breastdeeding Action (WABA) ঘোষিত বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের এবারের প্রতিপাদ্য- ‘Support Breastfeeding for a Healthier Planet’ অর্থাৎ ‘মাতৃদুগ্ধদানে সহায়তা করুন-স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ুন’ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। এ প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ মায়েদের মাতৃদুগ্ধদান কাউন্সেলিং এ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

 মাতৃদুগ্ধ যেকোন সদ্যজাত শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক-মানসিক বিকাশের প্রাথমিক খাদ্য উপাদান এবং রোগ-জীবাণুসহ নানা প্রতিকূলতার মহৌষধ। শিশুকে মায়ের দুধ ও ঘরের তৈরি পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর সঠিক অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। মাতৃদুগ্ধদানের সহযোগী পরিবেশ তৈরিতে মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন সুরক্ষা, স্বাস্থ্য পেশাজীবি এবং মাঠকর্মীদর প্রশিক্ষণ, শিশু-বান্ধব হাসপাতাল স্থাপন, মাতৃদুগ্ধদান বিষয়ক কাউন্সেলিং প্রদানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃদুগ্ধ আইন, ১৯৮০ এবং নিয়মিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রয়োজন।

 আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী গত এগারো বছরে আমরা স্বাস্থ্য কাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছিলাম। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে কমউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়। ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মায়েরা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। ২০০৮ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের পর মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পুনরায় আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করি। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছি। যেকানে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। আমরা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১ প্রণয়ন করেছি, ‘সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা’ অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষ প্রান্তে।

 আমাদের সরকার শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি এবং মাতৃ ও শিশু পুষ্টি উন্নয়নের কার্যক্রম টেকসই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা শিশুকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর ২০০৭ এর ৪৩ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬৫ শতাংশে উন্নীত করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার গৃহীত চতুর্থ সেক্টর হেলথ, নিউট্রিশন ও পপুলেশন প্রোগ্রাম এবং দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ম পরিকল্পনার আওতায় মাতৃ ও শিশু পুষ্টিসহ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও গুঁড়া দুধ ও কৌটাজাত শিশু খাদ্যের ব্যবহারকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনতে ‘মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩’ এবং ইহার বিধিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করেছি। আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি বেতনসহ ৬ মাসে উন্নীত করেছি। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্টফিডিং কর্ণার স্থাপন করা হচ্ছে। কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল থেকে কর্মজীবী মায়েদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনকে আরো শক্তিশালী করা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ‘World Breastdeeding Trends Iniiative (WBTI) ২০১৫’ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৫২টি দেশের মধ্যে ৩য় স্থান এবং ‘International Baby Food Action Network (IBFAN) ২০১৮’ এর প্রতিবেদন State of the Code by Country’ অনুযায়ী ‘মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারে সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩’ প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে জনগণের পুষ্টি স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে মুজিববর্ষে শিশুকে মাতৃদুগ্ধপান করানোর উপকারিতা এবং গুঁড়াদুধ খাওয়ানোর অপকারিতা বিষয়ে প্রচারণা কার্যক্রমে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা মাতৃ ও শিশু পুষ্টি বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন করব। আমি দেশের সর্বস্তরে শিশুকে মায়ের দুধ ও ঘরের তৈরি পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর অগ্রগতির ধারাকে জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের প্রচেষ্টা ও সফলতার জন্য সাধুবাদ জানাই।

 আমি ‘বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডে সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৫১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                              নম্বর: ২৯৪০

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালন**

তাসখন্দ (উজবেকিস্থান), ৮ আগস্ট:

 বাংলাদেশ দূতাবাস, তাসখন্দ শুক্রবার (৭ আগস্ট) যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গমাতার জীবন কর্মের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের শুরুতেরাষ্ট্রদূত মসয়ূদ মান্নান, এনডিসি দিবস উপলক্ষে দেয়া রাষ্ট্রপতির বাণী ও হেড অভ চ্যান্সেরী ও মিনিস্টার নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠকরে শোনান। রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক সহকারি মাফতুনা নিয়াজবেকোভা (রুশ ভাষায়) বঙ্গমাতা-কে একজন স্নেহশীলা মাতাও সাহায্যকারী স্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করেন। নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ বলেন, বঙ্গমাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মা হিসেবে এবং বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী হিসেবে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিকলায় স্বাধীনতা উত্তর কালে তাঁর অবদান তুলে ধরেন।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রয়াত বঙ্গমাতার প্রতি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের দু:সময়ে সাহস ও প্রেরণার উৎস। তিনি তাঁর ছোটবেলা থেকে সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সন্তানদের সার্বিক যত্নের ব্যাপারে ছিলেন তৎপর এবং সন্তানদের তিনি বড় করেছেন বাঙ্গালি সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিজে দৈনিক জীবনে তাঁর চর্চা করে গেছেন। অত্যন্তকষ্টের দিনেও তিনি নিজ দায়িত্বে আত্মীয় ও স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি প্রকৃতই রত্নসমতুল্য ছিলেন। এ সকল গুনাবলীই তাঁকে বঙ্গমাতা উপাধিতে ভূষিত করে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধুসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ীতে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন।

 তিনি আরো বলেন, বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। শেষে ১৫ আগস্টে নিহতদের আত্মার শান্তি  ও মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে রাষ্ট্রদূত কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করেন।

 বক্তারা বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন একজন স্নেহশীলা মা প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের সন্তানদের। সকলের সন্তাদের জন্যও তাঁর মমতার কমতি ছিলনা। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সকল শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমতা। জাতির জনকের সার্থক ও সহায়ক স্ত্রী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সম্মানবোধ সর্বজনবিদিত। তার ত্যাগ, সৌন্দর্য, সাহসিকতা এবং বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ঐতিহাসিক ভাষনে অনুপ্রেরণামূলক ভূমিকার জন্য বঙ্গমাতা উপাধি দেয়হয় তাকে।

#

নৃপেন/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৪৫ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                    নম্বর: ২৯৩৯

**বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন**

হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ৮ আগস্ট:

 বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনাম-যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের পরিবারের অন্যান্য শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা করা হয় এবং বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

 রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ বঙ্গমাতার স্মরণ সভায় তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গমাতা বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। তিনি কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম কান্ডারী। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও প্রধান প্রেরণাদাত্রী ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

 রাষ্ট্রদূত আরো বলেন;বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ,নিরহংকার ও পরোপকারী এবং তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারী প্রতিকৃতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধুসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন।তিনি আরো বলেন বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

 আলোচনা শেষে বঙ্গমাতার কর্মময় জীবনের ওপর একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে শিশু ও কিশোরদের উপস্থিতিতে কেক কেটে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ভিয়েতনাম সরকার কর্তৃক কোভিড মহামারীর সতর্কতার জন্য দিবসটি দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিবারবর্গ-এর মাধ্যমে ‘ইন-হাউজ’ উদযাপিত হয়।

#

সামিনা নাজ/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩১৮ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                     নম্বর: ২৯৩৮

**যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করবে শিল্প মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও 'জাতীয় শোক দিবস ২০২০' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় সমন্বয় কমিটি গৃহীত কর্মসূচি ও নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসব কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

 কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১৫ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোতে পতাকা উত্তলন (অর্ধনমিত রাখা, বাদ জোহর মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কারখানার মসজিদগুলোতে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা, সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণকরে শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা।

 এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলো প্রধান কার্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত নিজস্ব কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে স্থানীয় প্রশাসন গৃহীত কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন।

 জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী কঠোরভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

#

মাসুম/গিয়াস/শামীম/২০২০/১২২৪ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৭

**বন্যায় এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৩৩৬ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরনের জন্য এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৫১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৩৩৬ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

 বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে চার কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ৭৪ লাখ ৮০ হাজার ৭’শ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৮৯ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৬ টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ৮৮ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ এক কোটি ৭৬ লাখ ৩৯ হাজার টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬২ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৩১ হাজার ৭৩৬ প্যাকেট।

 এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩’শ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১’শ বান্ডিল, গৃহ মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নয় লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা।

 বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ।

 বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৬৩টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা এক হাজার ৭৩টি। পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ১০ লাখ ১৭ হাজার ৯১৪টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৫৪ লাখ ৬০ হাজার ২৯১ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন।

 বন্যাকবলিত জেলা সমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ৪৩৭টি। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৪৬ হাজার ১৫৭ জন। আশ্রয় কেন্দ্রে আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৭০ হাজার ৭৯০টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮৮৬টি এবং বর্তমানে চালু আছে ৩২০টি।

#

সেলিম/গিয়াস/শামীম/১১.৩৫ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী                                               নম্বর: ২৯৩৬

**জাপানে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত**

টোকিও, ৮ আগস্ট:

 জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বিনম্র শ্রদ্ধা, সম্মান আর ভালোবাসা নিয়ে মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

 আজ দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতাসহ পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য এবং দেশের সমৃদ্ধি, শান্তি ও দেশবাসীর কল্যাণে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বানী সকলের উদ্দ্যেশে পাঠ করা হয়।

 চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গমাতা  ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সকল অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি সারাজীবন বঙ্গবন্ধুর সাথে ছায়ার মতো অবস্থান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নিভৃত সহচর হিসাবে বিদ্যমান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করেছেন। তিনি  আরো বলেন, সংগ্রামী জীবনে বঙ্গবন্ধু জীবনের বেশির ভাগ সময় জেলে কাটিয়েছেন, আর এসময় সাহসী বঙ্গমাতা পরিবার দেখাশোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরও আগলে রেখেছিলেন প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীলতার সাথে। আর এজন্যই কোন রাজনৈতিক পদধারী না হয়েও তিনি বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতিক।

 ড. শাহিদা আকতার বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন একজন আদর্শ নারী যিনি পরিবারে স্ত্রী-মাতার ভূমিকায় কোমলতা আর দেশের প্রয়োজনে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কঠোরতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ছিলেন। বঙ্গমাতার আদর্শ দেশের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে নারীদের কাছে তুলে ধরার আহ্বান তিনি যাতে তাঁরা বঙ্গমাতার জীবনকর্ম থেকে ত্যাগ, দেশপ্রেম, সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

 অনুষ্ঠানের  বঙ্গমাতার কর্মজীবন, ত্যাগ ও সংগ্রামের ওপর উম্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/গিয়াস/শামীম/২০২০/১১.৪১ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৫

**জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ৯ আগস্ট ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

 বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল-এর নিকট থেকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। ফলে দেশের সম্পদের ওপর জনগণের ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত হয়। তাঁর এই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।

 জাতির পিতার জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস উদ্ভাবন, জ্বালানিসমৃদ্ধ দেশসহ আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। আমাদের সরকারের সময়ে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় উৎপাদিত গ্যাস ও আমদানিকৃত এলএনজিসহ বর্তমান সরকারের সময়ে গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা দৈনিক ৩,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

 আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ নামে মোট ৪টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। বাপেক্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ৪টি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখতে ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা) স্থাপন করা হয়েছে। গ্যাস নেটওয়ার্ক রাজশাহীতে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর পাইপলাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

 আমরা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে এলএনজি আমদানি করে গ্যাসের ঘাটতি পূরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি, যা জ্বালানি নিরাপত্তায় একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাসের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে মাতারবাড়িতে দৈনিক ১,০০০ ঘনফুট ক্ষমতার ১টি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

 ইতোমধ্যে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমুদ্র এলাকায় গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের ৩টি ব্লকে এবং গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে ৫টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি একক ও যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে অধিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য 2D নন-এক্সক্লুসিভ মাল্টি-ক্লায়েন্ট সিসমিক সার্ভে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অনশোর ও অফশোরের জন্য আলাদা পিএসসি প্রণয়ন করাসহ আফশোরের জন্য বিডিং রাউন্ড আহ্বানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

 এসব উদ্যোগ বর্তমান সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে। আসুন আমরা সবাই এসব উদ্যোগকে সমর্থন, শক্তিশালী ও বাস্তবায়ন করি।

 ২০২০ সাল আমাদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ বছর আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ) উদযাপন করছি। এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি। তবে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের মহামারীর কারণে আমরা পরিকল্পনা মাফিক অনুষ্ঠানসমূহ উদযাপন করতে পারছি না। জনগণের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আমরা জনসমাগম হয় এমন অনুষ্ঠান স্থগিত করেছি। টেলিভিশন, বেতার এবং ডিজিটাল মাধ্যমে কিছু কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে।

 জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/গিয়াস/শামীম/২০২০/১১.২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৪

**জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে এ উদ্যোগ ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। তারই প্রেক্ষিতে সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট হতে স্বল্পমূল্যে ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা রাষ্ট্রের অনুকূলে গ্রহণের উদ্যোগ নেন। এ সকল গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও উপজাত তেল আজ অবধি দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি যোগানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত হয়। সরকার দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান জোরদার প্রচেষ্টা চালাবে-এ প্রত্যাশা করছি।

জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস, তবে তা অফুরন্ত নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল প্রাথমিক জ্বালানির নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে আমি সকলকে আরও সচেতন হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/গিয়াস/শামীম/১১.০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৯৩৩

**টরন্টোতে বঙ্গমাতা ও শহীদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদযাপন**

টরন্টো, ৮ আগস্ট:

 বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, টরন্টো বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে। বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের গৌরবময় জীবন ও অবদান নিয়ে মিশন এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। বঙ্গমাতা ও  শেখ কামালের জীবন নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর মিশনের কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গমাতা ও মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের গৌরবময় অবদানের কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন।

 নাঈম উদ্দিন আহমেদ বলেন, ৭ মার্চের ভাষণের ঠিক আগে বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে তিনি যা জাতির জন্য মঙ্গলজনক বিশ্বাস করেন, তাই বলার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সে অনুসারে বঙ্গবন্ধু তাঁর হৃদয় থেকে সেই অমোঘ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম! এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!’

 নাঈম উদ্দিন বলেন, বঙ্গমাতা অনুপ্রেরণা, ধৈর্য এবং ভালবাসার প্রতীক। তিনি আরও বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনে এক আশীর্বাদ, যিনি তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পরিবারকে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে দৃঢ়ভাবে পরাধীনতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে সাহস যুগিয়েছিলেন। শেখ কামালের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা এবং ক্রীড়াক্ষে+ত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্মরণ করেন তিনি।

 সবশেষে  বঙ্গমাতা এবং শেখ কামালের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জাতির পিতার ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে প্রত্যেককে সর্বোচ্চ অবদান রাখার আহ্বান জানান তিনি।

 কেক কেটে ও বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে  মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

#

গিয়াস/শামীম/২০২০/১১.৪৯ ঘণ্টা